প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

ক্বোরআন করীম প্রকাশ্য ওহী আর হাদীস শরীফ অপ্রকাশ্য ওহী

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন-

وَاَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ط وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا- (سورة نساء: ايت١١٣)

তরজমা: এবং আল্লাহ্ আপনার উপর কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন আর আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনার জানা ছিলো না এবং আপনার উপর আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে। [সূরা নিসা: আয়াত ১১৩, তরজমা: কান্‌যুল ঈমান]

এ আয়াত শরীফ হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বহুবিধ উন্নত প্রশংসা বর্ণনা করছে: **এক.** তাঁর উপর কিতাব অর্থাৎ ক্বোরআন-ই করীম নাযিল করেছেন। **দুই.** তাঁকে হিকমত দান করা হয়েছে। **তিন.** তাঁকে গায়বের জ্ঞান দান করেছেন। **চার.** তাঁর উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

'কিতাব' ও 'হিকমত' এরশাদ করায় বুঝা যাচ্ছে যে, হুযূর আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর এরশাদগুলো অর্থাৎ হাদীস শরীফগুলোও আল্লাহর ওহী। অবশ্যই এ ক্বোরআন করীম হচ্ছে যাহেরী (প্রকাশ্য) ওহী এবং সেটার শব্দগুলো ও বিষয়বস্তু সবই ওহী। আর পবিত্র হাদীসসমূহ হচ্ছে 'ওহী-ই খাফী' (অপ্রকাশ্য ওহী)। অর্থাৎ বিষয়বস্তু তো ওহী এবং পবিত্র শব্দাবলী হচ্ছে আল্লাহর মাহবূবের। এজন্যই হাদীসসমূহ থেকেও বিধানাবলী অর্জিত হয়। তাছাড়া হাদীস শরীফ দ্বারা ক্বোরআন-ই পাকের বিধানাবলী মানসূখ বা রহিতও হতে পারে। যেমন: তা'যীমী সাজদাহ্ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ হওয়া ক্বোরআন-ই করীম দ্বারা প্রমাণিত হয়; কিন্তু হাদীস শরীফ দ্বারা রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে। অনুরূপ ক্বোরআন-ই পাক দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক ওফাত প্রাপ্তের মীরাস (ত্যাজ্য সম্পত্তি) তার ওয়ারিসগণ নেবে; কিন্তু হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম না কোন নিকটাত্মীয়ের মীরাস নিয়েছেন, না কেউ তাঁদের 'মীরাস পায়। মোটকথা, হাদীস শরীফও আল্লাহর ওহী। তা না হলে 'কিতাব' এর সাথে 'হিকমত'-এর উল্লেখ কেন করা হয়েছে? 'তাফসীর-ই খাযাইনুল ইরফান'-এ আছে 'হিকমত' মানে সুন্নাত। [প্রথম পারায় দেখুন]

অতঃপর প্রতীয়মান হলো যে, মহান বিশ্ব প্রতিপালক যেখানে অন্য গুণাবলী দান করেছেন, সেখানে 'ইলমে গায়ব' (অদৃশ্যের জ্ঞান)ও দান করেছেন। এ আয়াতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, শুধু শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞান দিয়েছেন, কিংবা অমুকের (জ্ঞান) দিয়েছেন, অমুকের দেন নি, বরং এরশাদ করেছেন- مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ (যা কিছু আপনার জানা ছিলো না সব কিছুই আপনাকে শিখিয়ে ও জানিয়ে দিয়েছেন।) বুঝা গেলো যে, অণু-পরমাণুর জ্ঞানও তাঁকে প্রদান করা হয়েছে। মহান রব এরশাদ করছেন, 'আমি সব জিনিষের জ্ঞান দিয়ে দিয়েছি।' মাহবূব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন, 'আমি নিয়ে নিয়েছি।' মহান দাতা দিয়েছেন আর মাহবূব নিয়েছেন। এরপর সে কে? যে এ খোদা প্রদত্ত নি'মাত ছিনিয়ে নিতে পারে? এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ (আলোচনা) মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী আলায়হির রহমাহ্ তাঁর 'জ'আল হক্ব ওয়া যাহাক্বাল বাত্বিল' নামক কিতাবে করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "মাহবূব, আপনার উপর আল্লাহর 'বড় অনুগ্রহ্' রয়েছে। যখন মহান রব সেটাকে 'মহান অনুগ্রহ' এরশাদ করেছেন, তখন কার সাধ্য আছে সেটার অনুমান-আন্দাজ করতে পারে, যা হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর উপর রয়েছে? মহান রব নিজের গূণ বর্ণনা করেছেন, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (তিনি সর্বোচ্চ সুমহান), আর তিনি হুযূর-ই আকরামের চরিত্রকে 'আযীম' (সুমহান) বলেছেন- اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (ইন্নাকা লা'আলা খুলুক্বিন 'আযীম)। অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন। এখানে 'আল্লাহ্ তা'আলার

অনুগ্রহকে, যা হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর উপর রয়েছে, 'আযীম' (মহান) বলেছেন এবং তাঁর চরিত্রকে 'খুলুক্ব-ই আযীম' (মহান চরিত্র বলেছেন) আর সমগ্র দুনিয়ার নি'মাতগুলোকে 'ক্বলীল' (কম) বলে আখ্যায়িত করেছেন- 'ক্বল মাতা-'উদ্ দুন্ইয়া ক্বলীলুন'। (হে হাবীব, আপনি বলুন, দুনিয়ার সামগ্রী হচ্ছে কম)। (আর এ কমও গণনার বাইরে। অন্য আয়াতে খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'ইন তা'উদ্দূ নি'মাতাল্লাহি লা- তুহসূ-হা'। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর নি'মাতগুলোকে গণনা করতে চাও তাহলে গণনা করে শেষ করেত পারবে না।) এ থেকে বুঝা গেলো যে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব) আন্দাজ-অণুমান করা যেতে পারে না, তেমনি মহান রবের প্রদত্ত 'আযমতে মোস্তফা' (হুযূর-ই আকরামের প্রাপ্ত মহত্ব সম্পর্কে জানাও কোন মাখলূকের জন্য অসম্ভব। এ জন্য 'ক্বসীদা-ই বোর্দাহ্' তে আল্লামা বূ-সীরী আলায়হির রহমাহ্ বলেছেন-

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَى فِى نَبِيِّهِمْ
وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِم
فَاِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَيْسَ لَهُ
حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَم

অর্থ: খ্রিস্টানরা তাদের নবী সম্পর্কে যা দাবী করেছে, তা তোমরা পরিহার করো, এতদ্ব্যতীত যত প্রশংসা আছে তা তোমরা দৃঢ়তার সাথে করতে পারো।

কারণ আল্লাহর রসূলের প্রাপ্ত অণুগ্রহের কোন সীমা নেই, যা কোন বাক্শক্তি সম্পন্ন বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না।

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে 'খোদা' কিংবা 'খোদার পুত্র' বলো না। এটা ব্যতীত যেই সম্মান ও মহত্বকে হুযূর-ই আকরামের দিকে সম্পৃক্ত করতে চাও, করতে পারবে। কেননা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর ফাযাইল ও কামালাত (গুণাবলী)'র কোন সীমা নেই যে, কোন বক্তা আপন মুখে বর্ণনা করতে পারে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমনকি ক্বিয়ামত পর্যন্ত হুযূর-ই আকরামের না'ত বা গুণাবলীর বর্ণনা ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও মানবজাতি দিয়েছেন, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তাঁর গুনাবলীর বিশাল পরিসরের বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থের একটা বিন্দু পরিমাণও তাঁরা বর্ণনা করতে পারেন নি। কেননা যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা তো একটি সীমার অভ্যন্তরে, আর হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর গুণাবলী সীমাতীত। মহান রবের 'হামদ' হযরত আহমদই করতে পারেন, আর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসা মহান প্রশংসাকারী রব্বুল 'আলামীনই করতে পারেন। কোন উর্দু কবি বলেছেন-

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے صفت پوچھو خدا کی
خدا سے پوچھ لو شان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

অর্থ: আল্লাহ্র প্রশংসা সম্পর্কে জানতে চাইলে হুযূর-ই আকরাম মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করো। আর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার শান যে কত মহান তা জানতে চাইলে তা আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করো। অর্থাৎ নবী-ই করীমের 'হামদ' বর্ণনা থেকে আল্লাহর প্রশংসা জানতে পারবে, আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণীগুলোতে তাঁর হাবীব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর প্রশংসা ও গুণাবলী জানতে পারবে। আল্লামা শেখ সা'দী আলায়হির রহমাহ্ বলেছেন-

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

(আল্লাহর পর মহান হলেন, হে আল্লাহর হাবীব আপনিই। সংক্ষিপ্ত তথা চূড়ান্ত কথা হলো এটাই।)

'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'-এ এ আয়াতের তাফসীরে আছে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দুনিয়ার জন্য 'ফদ্বলুল্লাহ্' (আল্লাহর অনুগ্রহ), আল্লাহ্, আল্লাহর মহান সত্তা হলো হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর জন্য 'আল্লাহর ফদ্বল বা অনুগ্রহ'। সুতরাং আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, اِنَّ اللهَ الْعَظِيْمَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ (নিশ্চয় মহান আল্লাহর যাতই হলেন হে আল্লাহর হাবীব, আপনার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ।)